চাঁদের কথা

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
দিয়ে গেলে স্বপ্ন	৩
এক পলকে	৪
ভিসুভিয়াস	৫
চাঁদের কথা	৬
ঘোর কাটেনি এখনো	৭
খুঁজোনা আমায়	৮
ব্যস্ততা	৯
হঠাৎ বৃষ্টি	১০
আপন করেছি	১১
পরম প্রিয়	১২
মুছে যায় না	১৩
নেই ফন্দি	১৪
যত্নে রাখি	১৫
পবিত্র মিলন	১৬
বলিষ্ঠতা	১৭
যন্ত্রণা	১৮
ভালোবাসা	১৯
এক পলকে	২০
অজান্তে	২১
আলোর পথে	২২
আলগোছে	২৩
বাঙালীর নজরুল	২৪
প্রকাশ	২৫
সুগন্ধ	২৬
অভাগীর মন	২৭

BANGLADARSHAN.COM

দিয়ে গেলে স্বপ্ন

কালও ছিলে তুমি গন্ধে ও স্পর্শে,
ছিলাম দুজনে বাস্তবতার সম্মুখীন,
এখন তুমি লক্ষ যোজন দূরে,
দিয়ে গেলে পূর্ণতা, তৃপ্তি আর স্বপ্ন,
বালুকাতট শুষে নেয় মনের গভীর রোদন।

নিজের সত্তা নিয়ে এভাবে ভাবিনি কখনো কোনোদিন,
রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতাম স্বপ্নের বাগানে,
মনের ক্যানভাসে জল রঙে এক টানে আঁকি দুজনে প্রেমের আগুন,
আজ তুমি অনেক দূরে
আমি পাহাড়ের চূড়ায়
সাথে আছে তোমার প্রেমের ফাগুন।

BANGLADARSHAN.COM

এক পলকে

এক পলকে পাল্টে গেলো সব কেমনে,
শুভদৃষ্টিতে মিলে মিশে গেলাম দুজনে,
খাতার পাতায় লাজুক হয়ে রয় মিষ্টি মধুর প্রেমগাঁথা অঙ্কনে।

কোষগুলি সজাগ হয়ে ওঠে অদ্ভূত শিহরণে,
নব পল্লব মেলে দেয় পাখা তৃপ্তির রসায়নে,
চোখ মুদে আসে এক নিমেষের উত্তাল পবনে।

গ্রহন গ্রহীতার একসঙ্গে আজ নব জাগরণে,
ধ্রুব তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে অজানার সন্ধানে,
কনক চূড়ের পরশনে দুজনে আজ এক পলকে নিবিড় বন্ধনে।

BANGLADARSHAN.COM

ভিসুভিয়াস

ভিসুভিয়াসের তাপে একটু সেঁকে নাও নিজেকে শীতের সকালে,
হিমেল হাওয়ায় জমে যেতে দিতে চায় না তোমার ভিসুভিয়াস কোনও কালে।
মনের গলন্ত লাভা সুপ্ত করে রেখেছিল সে এতদিন,
আজ সে উন্মত্ত বন্ধনহীন।
রক্তিম মুখের কাছে এসেছো যে তুমি
পুড়ে যাও যদি ভয় হয় নিমেষে,
দূর থেকে উত্তাপ নাও একটু একটু করে
ছড়িয়ে দাও তোমার মনের প্রতিটি কোষে।

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদের কথা

নদীর জলে ভাসে পূর্ণ চাঁদ,
স্রোতে ভেসে যায় রূপোলী উজ্জ্বল থান,
আটকে রাখতে পারিনা সৌন্দর্য,
প্রেমডোরে বেঁধে রাখি চাঁদের কলঙ্ক।

মাতাল হবো চাঁদনী রাতে,
গভীর ঠোঁট এগিয়ে দেবো তোমার কাছে,
তোমার উদ্দামতায় শান্ত হবে চাঁদ,
প্রেমগাঁথায় আসেনা শেষ অঙ্ক।

BANGLADARSHAN.COM

ঘোর কাটেনি এখনো

ডুবে আছি আনন্দ সাগরে
কাটেনি এখনো ঘোর,
বিকেলের পড়ন্ত রোদের নিষ্প্রভ আলোতে দেখি
রঙিন ফানুসগুলি আকাশে উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল বহু দূরে.....
তাকিয়ে রই ঐ দূর গগনে
ওরা চলে গেল রূপনারায়ণের সৌন্দর্য্যে অবগাহন করতে
আমার মনের নিশি কাটিয়ে আসে ভোর।

মিশুকে ফুলের দল চঞ্চল আজ বড়,
প্রজাপতির সোহাগে আনন্দরেণু পরাগ মিলনের স্বপ্নে বিভোর,
প্রাণ স্নাত করে নদীর জলে ফুলের পাঁপড়ি সকল,
পূর্ণগ্রহণ আজ প্রেমের গভীরে, নদীতে আজ ভরা জোয়ার।

BANGLADARSHAN.COM

খুঁজোনা আমায়

আমি হারিয়ে যাব গভীর বনে....
যেখানে কেউ আমায় পাবে না খুঁজে,
আমি হারিয়ে যাব গভীর সমুদ্রে...
অতল জলে যেখানে থাকবো অদৃশ্য হয়ে রঙিন মাছেদের মাঝে।

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক প্রশ্ন
দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে সকাল সাঁঝে,
খুঁজতে যেয়ো না তোমার সব সত্তা কখনো অন্যের কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যস্ততা

একটু সময় চেয়েছিলে আমার কাছে,
ব্যস্ততায় মাখামাখি জীবনে প্রেমকে দূরে রেখেছিলাম মিছে,
চোখে চোখ রেখে দুর্বল হয়েও ছুটেছিলাম কাজের পিছে,
জল বাতাস আলো না পেতে পেতে প্রেম মরে যায় আলগোছে।

আজ কেউ নেই জীবনে
মনের ক্যানভাসে আছে শুধু শূণ্যতা আর একাকীত্ব.....

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ বৃষ্টি

জানলা বেঁয়ে বৃষ্টি নামে
এসেছে আজ শ্রাবণ,
প্রেম যমুনা উথাল পাথাল
মনেতে ভীষণ প্লাবন।

বৃষ্টি এসে এক নিমেষে
উস্কে দিল প্রেমের দহন,
দমকা বাতাসে মরি হাহুতাশে
এ মন মানে না কোনো বারণ।

হঠাৎ করে প্রেম এসে যে
উল্টে দিল গভীর মনন,
বৃষ্টি থামে মনের আকাশে
বেড়ে যায় প্রেমের জ্বলন।

BANGLADARSHAN.COM

আপন করেছি

আমার ভালোবাসার উৎসারিত আলোয়
তোমায় দেখি চেয়ে চেয়ে,
তোমার বন্ধনে চিত্ত জুড়ায়
চঞ্চল হবো তোমায় কাছে পেয়ে॥

নব প্রেমের ফল্গুধারায় বিলীন এ প্রাণ
চলেছে তোমা পানে ধেয়ে
তোমারেই সঁপিয়াছি যা কিছু আছে মোর
দ্বিধাহীন উন্মত্ত হয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পরম প্রিয়

হে বিশ্বকবি
তুমি ভিতর ঘরের মানুষ,
আমাদের সুখানুভূতি, আবেগ ও প্রেমে তোমার বাস,
তোমার সৃষ্টির আলোকে চলে বাঙালীর শ্বাস প্রশ্বাস।

বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে
ছড়িয়ে রয়েছে তোমার সুরের নির্যাস,
প্রেমে প্রাণে গন্ধে আবিষ্ট হল
বাংলার আকাশ বাতাস,
কবিগুরু তুমি যে আমাদের নব চেতনার প্রকাশ।

তোমার গানে আজ আমাদের ঘটে নিজ সত্ত্বার বিকাশ,
তোমায় পূজি, তোমায় নমি
তোমার লেখনীতে বাঙালী খোঁজে মনের অবকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

মুছে যায় না

মুছে দিতে বললে হোয়াটস আপের পাতা থেকে যা কিছু লেখা তোমায় নিয়ে,
মুছে দিলাম এক নিমেষে সব ইতিহাস
রচনা করেছিলাম যা নিজের হাতে অল্প সময়ে।

যে ফুল ফুটেছিল মনের বাগানে
ঝরে যেতে দিতে পারিনি,
মনের পাতায় অক্ষরে অক্ষরে আজো জ্বলজ্যান্ত পরম সুখের কাহিনী,
মুছে যায়নি কোনো মুহূর্ত কোনো কথা কোনো প্রতিশ্রুতি যা আছে অন্তরে রয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

নেই ফন্দি

অস্ফুট স্বরে কানে কানে যখন বললে “ভালোবাসি”
অবাক না করে বিহ্বলতায় মাখামাখি করেছিলে মন,
হৃদয়ের অনেকখানি জুড়েছিল আবেশ।

ঘুম কেড়ে নিয়ে কোথায় গেলে চলে,
রাতের তারারা আমার প্রেমের আকাশে বন্দী,
ভরা জোয়ারে খুঁজে বেড়াই তোমার আদর,
আমাদের সম্পর্কে নেই কোনো ফন্দি।

BANGLADARSHAN.COM

যত্নে রাখি

তোমার ঠোঁটের ঘনিষ্ঠতায় হারিয়ে গেলাম অসময়ে,
আমার উঠোনে আজ অনাগত প্রেম,
গ্রহণে করিনি এতটুকু অবহেলা।

বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে মাথার কেশে
তোমার প্রেমধারা,
ভালো লাগাটুকু সযত্নে রেখে দেবো সিন্দুকে,
নাগাল যেন পায় না কেউ কোনো বেলা।

BANGLADARSHAN.COM

পবিত্র মিলন

কাল মিলেছিলাম দুজনে নিভৃতে এক মনে সঙ্গোপনে,
বক্ষে নিয়েছিলে টানি
স্বপ্নের দেশে মিলে মিশে একাকার হল দুটি মন,
পেয়ে গেলাম বীর রাজপুত্রের দেখা
এ যে আমার অনেক কালের অপেক্ষমান স্বপ্ন পুরুষ।

ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে ক্ষণিকের আবেশে,
শিরা ধমনী চঞ্চল হতে চঞ্চলতর,
খরস্রোতা নদীর মতো বয়ে চলে শোণিত ধারা কোষে কোষে,
বাহুডোর থেকে আলগা করিনি এতটুকু নিজেরে এক মুহূর্ত,
স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়,
এতদিন ধরে খুঁজছিলাম যারে মাঠে ঘাটে প্রান্তরে
সম্মুখে আজ দাঁড়ায়ে সেই কল্পনার পুরুষ।

BANGLADARSHAN.COM

আমি তৃপ্ত, আমি শান্ত, আমি পরিপূর্ণ,
তোমার স্নিগ্ধ পবিত্র ভালোবাসায় অবগাহন করে ধন্য হল আমার সাধের জীবন,
হে পার্থ, এভাবেই যেন বয়ে যায় অনন্তকাল ও ক্ষণ,
তুমিই যে আমার চির প্রতীক্ষিত সেই কালের পুরুষ।

বলিষ্ঠতা

সবুজ বনানীর কাছে চিৎকার করে বললাম
প্রবাল আমি ভালোবাসি তোমাকে,
গাছের ছায়া স্নিগ্ধ করে নিমেষে আমার অঙ্গ।

সমুদ্রের ঢেউ এর কাছে গিয়ে বললাম
প্রবাল আমি নিজের করে চাই তোমাকে,
পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে শত সহস্র তরঙ্গ।

পাখিদের কাছে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে বললাম
প্রবাল জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে বলিষ্ঠ করো আমাকে,
মন শান্ত করে দেয় এক ঝাঁক বিহঙ্গ।

ফুলেদের কাছে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললাম
প্রবাল তোমার সুগন্ধে চির প্রশান্তি বিরাজে
ফুলেদের জলসায় প্রেমের গতি হয় নিস্তরঙ্গ।

BANGLADARSHAN.COM

যন্ত্রণা

বিপুল তরঙ্গ খেলে মন সমুদ্রে
দেহখানি ভেসে যায় ঐ দূরে নীরবে,
মন পড়ে রয় বালুকাতটে ঝিনুকের সাথে।

ক্ষত বিক্ষত বুকের ভেতরে ব্যথা বাড়ে ক্রমশ,
পদচিহ্ন রেখে যন্ত্রণা বিলীন হয়ে যায় ফেণিল সাগরে,
ঝিনুকমালা মিলায় প্রাণ নৈঃস্বর্গিক আলোতে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা

আমার ভালোবাসা পাহাড় ছুঁতে চায়,
আমার ভালোবাসা সাদা বকের পাখায়।
আমার ভালোবাসা রামধনু রঙ খোঁজে,
আমার ভালোবাসা শুধু ভালোবাসার স্বাদ বোঝে।
আমার ভালোবাসা আবেগ নদীতে ভাসে,
আমার ভালোবাসা রাঙে ফাগুন মাসে।
আমার ভালোবাসা তোমার বুকের মাঝে,
আমার ভালোবাসা নিবিড় মদির সাজে।

BANGLADARSHAN.COM

এক পলকে

এক পলকে পাল্টে গেলো সব কেমনে,
শুভদৃষ্টিতে মিলে মিশে গেলাম দুজনে,
খাতার পাতায় লাজুক হয়ে রয় মিষ্টি মধুর প্রেমগাঁথা অঙ্কনে।

কোষগুলি সজাগ হয়ে ওঠে অদ্ভূত শিহরণে,
নব পল্লব মেলে দেয় পাখা তৃপ্তির রসায়নে,
চোখ মুদে আসে এক নিমেষের উত্তাল পবনে।

গ্রহন গ্রহীতা একসঙ্গে আজ নব জাগরণে,
ধ্রুব তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে অজানার সন্ধানে,
কনক চূড়ের পরশনে দুজনে আজ এক পলকে নিবিড় বন্ধনে।

BANGLADARSHAN.COM

অজান্তে

আমার সর্বাঙ্গে অজান্তে সর্বদা তরঙ্গ খেলায়,
তোমার আমার প্রেম আজ দূরত্বে মোথিত প্রায়,
প্রেমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম দুজনে।

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
তোমার আসার পথপানে,
মরেছি প্রেম জ্বালায় সঙ্গোপনে,
আনমনা হতে ভালো লাগে ক্ষণে ক্ষণে।

জ্যোৎস্নার আলোয় সিক্ত হয়েছিলাম দুজনে,
একটু একটু করে পশিলে আমার হৃদয়ে গোপনে,
দখিনা বাতাস দোলা দিয়ে যায়
আমাদের অমোঘ গভীর প্রাণে।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর পথে

আলোর রূপে মোহিত আজিকে
দুচোখে সেজেছে কত কথা,
ফিরে পাওয়া সব, হারায়নি কিছুই
ফুল শুধু বোঝে মনের ব্যাথা।

এ বিশ্ব মাঝে সব কিছুকে
খুঁজে নিতে গিয়ে দেখি,
সবই তো আছে আগের মতন
এতদিনে তা বুঝতে শিখি।

ফুল বোঝে তাই মনের ব্যাথা
পাখিরা বোঝে মনের কথা,
আকাশ নীলে মেঘের বুকে
লেখা থাকে গল্প গাঁথা।

BANGLADARSHAN.COM

আলগোছে

সরল দীঘির পদ্মপাতার নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম ভালোবাসা,
স্পর্শ পেলে লজ্জা কেটে যাবে,
খুশির জোয়ারে দেখে সর্বনাশা।

জলে ভেসে রয় যে প্রেমের তরী
প্রতীক্ষাতে বড্ড খারাপ লাগা,
মনের মতন পায়না তারে কাছে
নোন্তা লাগে রোজ পিয়াসার আশা।

যতই লুকাও উদ্ভাসিত ভাবের স্রোত
গোপন করে রাখা যায়না ভালোবাসা,
সরল দীঘির নিথর জলে আজ
নতুন করে প্রেম তরঙ্গে ভাসা।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙালীর নজরুল

তোমার সুর আকাশে বাতাসে,
তোমার কথা বাঙালীর আশ্বাসে,
তোমার জন্ম ভরা জ্যৈষ্ঠ মাসে,
তোমার লেখনী বাঁচে আমাদের বিশ্বাসে।

দুখু মিঞা তুমি রয়ে গেলে আপামর বাঙালীর প্রাণে.....

নদীর জলে ভাটিয়ালী সুর মেশে,
হাসনুহানার গন্ধ বাতাসে যায় ভেসে,
তোমার লেখনীতে গ্রাম বাংলার চিত্র ভাসে,
বাঙালীর বুক গর্বে ভরে তোমায় পেয়ে পাশে।

বিদ্রোহী কবি তুমি রয়ে গেলে আপামর বাঙালীর মননে....

উড়ায় বাঙালী বিজয় কেতন এক নিঃশ্বাসে,
বাঙালীর মন আনমনা হয় তোমার সুরের স্পর্শে,
মক্কা মদিনার আজান ধ্বণি মন্দিরের শঙ্খধ্বণিতে মেশে,
তোমার অগ্নিবীণা আজো বাংলা ভালোবাসে।

নজরুল তুমি আজো রয়ে গেলে আপামর বাঙালীর চিন্তনে.....

BANGLADARSHAN.COM

প্রকাশ

থামার কথা ছিলনা.....
তবু থেমে গেল কত কথা মনের মানুষের কাছে,
অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন মহা প্রলয়ের সীমানায়।

ভাবছি আবার গড়ে নেব কথার মালা,
আবার খুঁজে নেবো মনের মানুষটিকে,
তাকে একটু একটু করে বলবো পুরোনো প্রেমের কথা,
ভালোবাসার উপলব্ধি পৌঁছে দেবে দোদুল্যমান সম্পর্কের আঙিনায়।

BANGLADARSHAN.COM

সুগন্ধ

নদীর জলে খুঁজি তোমার প্রতিচ্ছবি
সবুজ বনানীর মাঝে খুঁজে বেড়াই তোমার স্পর্শ,
রয়েছো তুমি লুকিয়ে সাদা মেঘের দেশে,
রামধনু রঙে আজো মনে জাগে হর্ষ।

তোমায় খুঁজি সমুদ্রের ফেণিল তরঙ্গে,
ফুলের বাগানে তোমার গভীর শ্বাসে হই না বিমর্ষ,
নতুন ধানের ঘ্রাণে পাই তোমার আগমন বার্তা,
আজ উন্মাদনায় মদমত্ত হয়ে মন উৎকর্ষ।

BANGLADARSHAN.COM

অভাগীর মন

অন্তরের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সে,
একে দেওয়া একে বাও
মন যমুনাত ভাসে,
নারীর মন মোর বাউদিয়া হইল রে।

কোনদিন আসিবা বন্ধু
কয়া যাও মোক কানে রে
তোর বাদে বসিয়া থাকং
দেখা পাবার আশে রে
নারীর মন আউলিয়া হইল রে।

মৈশাল বন্ধু আসিবার কথা
না রয় মন ঘরত রে
পন্থপানে চায়া থাকি
সোনা বন্ধুর বাদে রে
নারীর মন উথাল হইল রে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥